ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
******

স-৪৫৭২
আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪

এনআইটি গ্লোবাল অ্যালামনি মিট-২০২৪
এনআইটি-আগরতলা হলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের পীঠস্থান ঃ রাজ্যপাল

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ এনআইটি গ্লোবাল অ্যালামনি মিট-২০২৪'র উদ্বোধন করেন। এনআইটি-আগরতলার বিশ্বেশ্বরইয়া মিলনায়তনে এই মিটের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল এনআইটি-আগরতলার ৫০ বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত করে বলেন, এনআইটি-আগরতলা হলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনের পীঠস্থান। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা আজ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন বার্ষিক অ্যালামনি মিট নতুন নতুন ট্যালেন্টদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। এনআইটি'র মতো প্রতিষ্ঠান দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গুণগত কারিগরি শিক্ষার বিকাশের মাধ্যমে উদ্ভাবনী পেশাজীবি ও উদ্যোগী তৈরি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য উচ্চশিক্ষা করিডোর হিসাবে এনআইটি-আগরতলার মতো প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের গুরুত্ব আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ ব্যাচের গোল্ডেন জুবিলি অ্যালামনির ছাত্রছাত্রীদের ও ১৯৯৮ ব্যাচের সিলভার জুবিলি অ্যালামনির ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের মৌটুসী কর স্মৃতি পুরস্কার এবং মনমোহন সারদা ও শান্তি দেবী-শান্তি স্বরূপ স্মৃতি পুরস্কার এনআইটি-আগরতলার শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল এনআইটি গ্লোবাল অ্যালামনি মিট-২০২৪ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনআইটি আগরতলা অ্যালামনির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী তাপস মারাক। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মনীষ পাল, অধ্যাপক শরৎ কুমার পাত্রা, এনআইটি-আগরতলার বোর্ড অব গভর্ণরসের চেয়ারম্যান বিনোদ কুমার বাউরি, ড. শুভ্রকমল দত্ত, অধ্যাপক ড. স্বপন ভৌমিক প্রমুখ।

****

B.D